মূর্তি

সঞ্জীব প্রামাণিক

পাথরের গর্ভ থেকে কেঁদে ওঠে মূর্তিগুলি
তাদের আত্মার কষ্ট শিল্পী টের পায়
অন্ধকার, গাঢ় ঘুম, দমবন্ধ হিম
পাথরের ব্যথা বোঝে প্রকৃত ভাস্কর।

নড়ে ওঠে ছেনি ও হাতুড়ি। আর তিনি
নেমে যান পাথরের গর্ভের ভেতর
ধ্যান নামে, ধৈর্য ও মনোযোগ নামে
পাথর প্রসব করে পাথরের ছেলেমেয়ে
আবার ঘুমিয়ে পড়ে - যেভাবে প্রসব শেষে
প্রসূতিকে ডেকে নেয় ঘুমের আঁধার।

বক্সা ফরেস্ট রোড

সুদীপ্ত সান্যাল

একটা মজানদীর দুপাশ সাদাবালি মধ্যে একটু জলরেখা
মাড়িয়ে জিপটা সটান উঠে এল রাস্তায়—বাক্সা ফরেস্ট রোড।
আদিম জটা আর ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গল,
প্রতিরোধহীন টানছে এক গাছ আর এক গাছকে। আমি এদের
ক্রোধ বা অশ্রু কিছুই চিনি না শুধু আকাশের দিকে ঠেলে
দিচ্ছে আমার বিস্ময়। আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে
অবিন্যস্ত রঙিন আলো।

পেছনে যা ফেলে এলাম সব ধোঁয়া ধোঁয়া
আবছা হয়ে যাচ্ছে টিনে মোড়া কাঠের বাড়ি
ডোরাকাটা রঙ। ঈশ্বর আর খিদের হাড়গোড়
মাখা কয়েকটি দৃশ্য কীভাবে ভেঙে পড়েছে।
টিন লোহালক্কড়ের শরীরে মরচে ধরিয়ে হা - হা
বাতাস ছুটোছুটি করছে বাগানের কুলি লাইনে,
লোকান্তরিত হয়ে গেছে জ্বলন্ত উনুন যখন
তিনটে শিশু লণ্ঠন হাতে করে পার হয়ে যাচ্ছে
পাথরের সিঁড়ি। ওরা একটু পরেই পার হবে
অন্ধকার নদীর সাদা বালি....

আলো - আঁধারি

পরান মণ্ডল

সূর্য নিভে গেলে চোরেদের জন্য অশেষ রাত্রিময় সুখবর
অবশ্য রায়বাবু বেড়াবাবুর ইহকাল কেটে যাবে ভূ-গচ্ছিত তরলে
দার্শনিকের তত্ত্ব - কথারা যখন চট্ - জলদি ঘুমাবে ফ্রেমে, হেরিকেন
জ্বেলে আলোর আস্কারায় কবি কিছুকাল লিখবেন সূর্যালোকের
অতীত উপমা। ক্রমশ আলোর কবিতা বড্ডবেশী পুরাতন হয়ে
গেলে তস্করের কলা - কৌশল শেখার জন্য রায়বাবু পৌঁছে যাবেন
বেড়াবাবুর অন্ধকার বৈঠক - রুমে। 'শ্রুতি - বাক্যের মত কিছুকাল
উড়বে আলোর উপমায় অক্ষরমালা — একদিন আলো ধরতে
উদ্যত হবে অন্ধকার - প্রেমী যত মানুষ!

গুগলি

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

নদীর গভীরে পৌঁছে সকালের রোদ
চলিষ্ণু জলের নীচে গুগলির পদচিহ্ন
বেখা আঁকে নিশ্চল বালুতে—
বালুর উপরে সার সার
গুগলির শরীরে লেগে আছে
শ্যাওলার ছোপ

হঠাৎ ডালের কাঠি তুলে আনে
একখানি শূন্য গুগলিকে

গুগলির খোলস দেখে মনে হয়,
মৃত সৈনিকের শিরস্ত্রাণ— বর্মচর্ম
যদিও দৃশ্যত নদীর জলের নীচে
নরম বালুতে কোন সংগ্রাম ছিল না।

রাক্ষসপুরী

স্বাগতা দাশগুপ্ত

কী করে একা একা জল খাবো, মা জিনস গুটিয়ে
ওই কাদাকাদা রাস্তাটা কী করে পেরোব, একলা! এই বিচ্ছিরি
দিনগুলো কী করে কাটাব! আমার তো ভয় করে সারাদিন।
সিঁটিয়ে ঢুকে যাই বিছানার চাদরে। তোষকের মধ্যেও তো
কেমন একটা চিটচিটে রাক্ষস বসে থাকে, বল? খালি
বকা দেয় আমায় আর কাঁদলে আরও বকে। আর একা একা
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি দেয়। পা টনটন
করলেও পাশের বেঞ্চে বসতে বলে না, জানো? অনেক
রাত্তির না হলে বাড়ী ফিরতে পারি না। তখন তো সবাই
ঘুমিয়ে পড়ে, মা, তাহলে কে তখন আমার সঙ্গে খেলবে?